দৈনিক ইনকিলাব 069

তারিখ 12 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার অধিকার সর্বাগ্রে

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ। দেশের অগণিত সমস্যা জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব সমস্যার আর্বতে আন্দোলিত হচ্ছি আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের সকল সমস্যার মধ্যে শিক্ষা ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জড়িত সমস্যাটি অন্যতম। শিক্ষা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আর ব্যাখা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বশ্রেণীর ব্যক্তি আজ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন। আমাদের অবস্থান কোথায়? আজ এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু নিজের অবস্থান সম্পর্কে মানুষ তখনই সচেতন হয় যখন সে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে। তাই আমাদের দেশের জনগণকে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হলে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিশ্বের কোথায় কি উন্নতি হচ্ছে এসব জানবার একমাত্র মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন প্রকারই আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। জাতি হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে হলে দেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সম্পদের সুষম বন্টন করতে হবে। সেই সাথে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং সর্বাগ্রে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। কারণ এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই দেশের পাঁচশালা পরিকল্পনা অথবা নতুন প্রকল্পের শিক্ষাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে। সার্বজনীন শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীতার কথা শুধু স্বীকার করলেই চলবে না এ বিষয়ে গাল ভরা বুলি শুনেও প্রকৃত কার্যোদ্ধার হবে না। শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যার সমাধান করে শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে।

—ফারহানা ইসলাম (জয়া)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভর্তি সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি' পাঠে জানতে পারলাম যে, ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ ডিগ্রী অনার্স কোর্সে মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্ররা ৪ পয়েন্টের অধিকারী হয়ে অর্থাৎ আলিম ও ফাজিল উভয় পরীক্ষায়ই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে থিওলোজী ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তির আবেদন করতে পারবে। অথচ কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররা মাদ্রাসার ছাত্রদের সমান ৪ পয়েন্টের অধিকারী হয়ে অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায়ই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তির আবেদন করতে পারবে না।

প্রারম্ভিক অবস্থায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এরূপ বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন যুক্তিসংগত হতে পারে না, তেমনি অন্যদিকে তা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত, যা শিক্ষাগ্ঙনের পরিবেশকে সুশৃংখল রাখার অন্তরায়। তাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান এবং ভবিষ্যত আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সমুজ্জ্বল রাখার কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে কলেজ পড়ুয়া ৪ পয়েন্টের অধিকারী ছাত্রদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মাদ্রাসার ছাত্রদের ন্যায় তাদেরকেও মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহে ভর্তির সুযোগ দানের ব্যাপারটি পুনঃবিবেচনা করা সবারই কাম্য। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

—খাদেমুল ইসলাম